

ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সালাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

(২১০) কোন কোন লোক এমন পাতলা পোশাকে ছালাত আদায় করে যে, বাইরে থেকে তার শরীরের রং বুঝা যায়। নীচে রানের আধা-আধি পর্যন্ত ছোট পায়জামা বা জাগিয়া পরিধান করে। পাতলা কাপড়ের কারণে রানের বাকী অর্ধেক অংশ স্পষ্টই দেখা যায়। এদের নামায়ের বিধান কি?

এদের নামায়ের বিধান ঐ লোকদের নামায়ের মত যারা বিনা কাপড়ে শুধু খাট পায়জামা বা জাগিয়া পরিধান করে নামায় পড়ে। কেননা এমন পাতলা পোশাক যা দ্বারা শরীরের সুস্পষ্ট বিবরণ বুঝা যায়, সতরের স্থান সমূহ ঢেকে রাখে না তা পরিধান করা না করা উভয়ই সমান। তাই তাদের নামায়ও বিশুদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে উলামাদের দু’টি মত পাওয়া যায়। কিন্তু সঠিক মতটি হচ্ছে, তাদের নামায়ও বিশুদ্ধ হবে না। ইমাম আহমাদ (রঃ)এর মাযহাবেও এ মতটি ব্যাপক প্রসিদ্ধ। কেননা নামায়ে পুরুষের জন্য সর্ব নিম্ন সতর হচ্ছে- নাভীমূল থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা। এর মাধ্যমে আল্লাহর বাণীর বাস্তবায়ন হয়। আল্লাহ বলেনঃ

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামায়ের সময় তোমরা সৌন্দর্য গ্রহণ কর।” (সূরা আ’রাফঃ ৩১) অর্থাৎ পোশাক পরিধান কর। সুতরাং আবশ্যিক হচ্ছে, তারা এমন পোশাক পরিধান করবে যা দ্বারা নাভীমূল থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা যায়। অথবা ছোট পায়জামা বা জাগিয়ার উপরে এমন ধরণের মোটা কাপড় পরিধান করবে, যাতে বাইরে থেকে শরীরের রং বুঝা না যায়।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি বিরাট ভুল ও ভয়ানক। এদের উপর আবশ্যিক হচ্ছে, আল্লাহর কাছে তওবা করা। নামায়ে এমন পোশাক পরিধান করার চেষ্টা করা- যা আবশ্যিক সতর ঢেকে রাখে। আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে ও মুসলমান ভাইদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। তাঁর পছন্দনীয় ও রেজামন্দীর পথে চলার তাওফীক দিন। নিশ্চয় তিনি দানশীল ও সম্মানিত।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=740>

হাদিসবিভির প্রজেক্টে অনুদান দিন